মুক্তিযোদ্ধা রাখাল ও একুশের নির্মল পাল

প্রকৃত দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ

কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের বেগমাবাদ গ্রামে একখন্ড জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধা রাখাল চন্দ্র নাহার জেঠাতো বোনের স্বামী দীনেশ দত্ত ও রাখাল চন্দ্র নাহা নিজে আহত হয়েছিলেন। হাসপাতালে দীনেশ দত্ত চিকিৎসাধীনাবস্থায় মারা যায়। একই হাসপাতালে ভর্তি রাখাল চন্দ্রকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে তখন গ্রেফতার করা হয়। দীনেশের পুত্র নিখীল দত্ত ১৯৯৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী রাখাল চন্দ্র নাহা ও তার ভাই নেপাল চন্দ্র নাহার বিরুদ্ধে একটি হত্যার মামলা দায়ের করেন। সেই থেকে নেপাল চন্দ্র নাহা পলাতক এবং মুক্তিযোদ্ধা রাখাল চন্দ্র নাহা কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রয়েছিলেন। গত ২০০৩ সালের ২০ জানুয়ারী অভিযুক্ত দুই ভাইকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ অবধি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দেন বিচারক। গত ৭ই এপ্রিল কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযোদ্ধা রাখাল নাহার মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করার কথা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে বর্তমান সামরিক প্রধানের বিশেষ অনুরোধের কারণে তা কার্যকর হয়নি। প্রান ভিক্ষা চেয়ে রাখাল নাহা রাষ্ট্রপতির বরাবরে যে আবেদন করেছিলেন সেই আবেদনে সেনাপ্রধানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ফাঁসির আদেশ স্থগিত করেন। বিশেষ একটি সুত্র থেকে জানা গেছে যে মুক্তিযোদ্ধা রাখাল চন্দ্র নাহাকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে বাঁচিয়ে দ্বিতীয় জীবন প্রদানের ক্ষেত্রে সিডনীবাসী একজন সমাজকর্মীর যথেষ্ঠ অবদান আছে। প্রচারবিমুখ ও নিবেদিত এই ব্যাক্তির নীরবে এত্তবড়ো একটি মহৎ কর্ম করলেন সম্পুর্ন তার নিজস্ব চেষ্টা ও তদবীরে। ব্যক্তিগত জীবনে সিডনীর এই সমাজকর্মী লক্ষীপুরের একটি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য। সুত্র থেকে আরো জানা যায় যে তাঁর একজন খুড়তো ভাই উক্ত রাখাল চন্দ্র নাহার সাথে একই সেক্টরে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলেন। সিডনীবাসী উক্ত সমাজকর্মী গেল-বছর যখন সপরিবারে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন তার সেই মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি রাখালের বিষয়টি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের নজরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। সিডনীতে ফেরার পরেও তিনি বাংলাদেশের চুড়ান্ত ক্ষমতাধর প্রশাসনের সাথে মুক্তিযোদ্ধা রাখাল নাহার ফাঁসি মওকুফের বিষয়ে প্রতিনিয়ত সুপারিশ ও লিঁয়াজো চালিয়ে গিয়েছিলেন। এতোবড় একটি মহতী কাজ করেও উক্ত সমাজকর্মীকে স্বার্থকতার গর্বে সিডনীর রাস্তায় কখনো বুক ফুলিয়ে চিৎ হয়ে হাঁটতে দেখা যায়নি। বরং তার স্বভাবসুলভ বিনয়াবনত আচরণ ও প্রচারবিমুখতার কারনে গুরুত্বপুর্ন এতবড় বিষয়টি সিডনী সহ তথা বিশ্বের সকল বাংলাদেশীদের কাছে সম্পুর্ণ অজানা পড়েছিল।

সিডনীতে বাংলাদেশী জনসংখ্যা এখন উর্দ্ধমুখী, প্রতি হপ্তায় অন্তত শ'খানেক নুতন বাংলাদেশী সিডনী আর্ন্তজাতিক বায়ুযান বন্দরে অবতরণ করছেন। সিডনীর বিশেষ কিছু আবাসিক এলাকায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ায় পাড়ায় তাই এখন অহরহ বহু শেখের বংশ শেখ [দারোয়ান শেখ], তপ্ত-মাড়ে ঝলসে যাওয়া নিতম্বের আলোকিত সারমেয় ও বহু সার্টিফিকেটধারী নামসর্বস্ব মুক্তিযোদ্ধা এখন দেখা যায়। কিন্তু কেউ কখনো দেশের কোন হতভাগা ও বিপদগ্রস্থ মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যে বিনাস্বার্থে বা প্রচারবিহীন কোন কাজ করেছেন এমন কোন প্রমান অদ্যাবধি মেলেনি। ফাঁসি থেকে রক্ষা পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা রাখালের সংবাদ বাংলাদেশী প্রতিটি সংবাদ ও ইন্টারনেট মাধ্যমে প্রচার হয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী প্রায় সকল বাংলাদেশীদের গোচরীভুত হলেও এ সকল 'শেখের বংশ দাবীদার তস্য-শেখ [দারোয়ান শেখ] অথবা তপ্ত-মাড়ে ঝলসে যাওয়া আলোকিত সারমেয় ও বুক ফুলিয়ে রাস্তায় চিৎ হয়ে হাঁটা সার্টিফিকেটধারী প্রবাসী

মুক্তিযোদ্ধারা কিছুই করেননি। আপাতত ফাঁসি থেকে রক্ষা পেলেও রাখালের কারাদন্ডের সাজাকে এখন লাঘব বা মওকুফ করার জন্যে এদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই। 'চন্দ্রবিন্দু'র উপর ঝোঁক রেখে নাকিসুরে কঁথা বঁলা [হয়তবা চন্দ্রপুরবাসী/চাঁদপুরবাসী তিনি] ডঁক্টর 'শ্যাঁম' অথবা ফোটুতে [ফটো] দিব্যি রঙ ও সুরাত পাল্টে ফেলা ডক্টর 'মিল্ট'রা এসকল বিষয়ে কোন কীচেন বা বেডরুমে এখনো কোন সেমীনার ডাকেননি। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নামের ব্যাধীতে আক্রান্ত প্রবাসের গুটিকয়েক ডক্টরেটধারী শাখামৃগ ও ছালপোড়া সারমেয় কমিউনিটি-লীডারদের কৃতকর্ম ও হম্বিতম্বির কথা মনে করে একজন বাংলাদেশী সেদিন বড় আফসোসের সাথে বললেন, "কিসের শেখ! কিসের আলোকিত মুক্তিযোদ্ধা! কিসের বঙ্গবন্ধু প্রীতি! কিসের একুশে বা ভাষা প্রীতি! এগুলো সব ধান্দাবাজ। নাহলে কখনো শুনেছেন, মেছো-বেড়াল কোনদিন নিজেকে বাঘ বলে দাবী করেছে? তদ্রুপ শেখের বাড়ীর ধারে বসবাসকারী অথবা শেখের বাড়ীর ভৃত্যের ছেলের চাচাতো সম্বন্ধীর খালাতো শ্যালিকার দেবরের ছেলে কোনদিন নিজেকে 'শেখ' নামে দাবী করতে শুনেছেন? বন্দুক দেখেনি যে জীবনে, খোলা চাকু দেখলেই যে তৎক্ষনাৎ মুর্ছা যায়, তাহলে ছবিতে আঁকা গরু কোরবানী দিয়ে রক্তমাখা হাতে সেই ব্যক্তি কোনদিন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করতে পারে কি? এরা সবই হালুয়ারুটির কাঙাল অথবা বোতল পার্টির সদস্য। স্রেফ গলাবাজি করে মৃতমাংসপিন্ডবৎ দেহটিকে নিস্তব্দ রাতে নেড়েচেড়ে অতৃপ্ত স্ত্রীর কাছে নিজের পৌরুষত্ব দেখানোর ধান্দাবাজী।"

সিডনীবাসীর গর্ব ও নিবেদিত উক্ত সমাজকর্মী ইতিমধ্যে প্রবাসের বুকে মাতৃভাষার একটি ইতিহাস রেখা তিনি গভীর ভাবে এঁকে দিয়েছিলেন। যার অবদান বাংলাভাষা প্রেমী কেউ কোনদিন ভুলবেনা। যার নিরবিচ্ছিন্ন একক প্রচেষ্টায় ফাঁসির কাষ্ঠে নির্ঘাত ঝুলে পড়া একজন মুক্তিযোদ্ধা জীবন ফিরে পেলেন, তিনি সিডনীভিত্তিক বাংলাদেশী সংগঠন 'একুশে একাডেমী'র ঐতিহাসিক সভাপতি এবং প্রবাসে পৃথিবীর প্রথম বাংলা-ভাষা স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকারী নির্মল

সামরিক প্রধান মঈন ইউ আহমেদের সাথে তার আপিসে একান্ত বৈঠকে নির্মল পাল

পাল। দেশের হতভাগা এক মুক্তিযোদ্ধার প্রতি অপরিসীম অবদান রেখে নির্মল সত্যি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখ উজ্জল করেছেন। নির্মল পুনরায় প্রমান করেছেন দেশান্তরী হলেও শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন নয় প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

কর্ণফুলী'র বিশেষ প্রতিবেদন, ১৫/০৫/২০০৮